আন নাফির বুলেটিন -৩২

পরিবেশনায় النصر AN-NASR

জুমাদাল উখরা ১৪৪১ হিজরী

শামের বীর মুজাহিদগণের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগমাখা উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿العصر: ١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿العصر: ٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿العصر: ٣﴾

"কালের শপথ! বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ব্যতিত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়।" (সূরা আসর: ১-৩)

শামের ভূমিতে অবস্থানকারী সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি! কাফেরদের বোমা ও মুরতাদদের আক্রমণের উপর সবরকারীদের প্রতি, সে সকল যুদ্ধের সৈনিকদের প্রতি, যারা এমন একটি ফরজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার চিহ্ন মুছে যাচ্ছিল এবং পরিচয় বিলুপ্ত হয় যাচ্ছিল।

আপনাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, আপনারা ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করছেন এবং ধৈর্য ধারণ করছেন। আপনাদের জীবন নির্মল ও সমৃদ্ধশালী হোক, আপনারা উম্মাহর প্রতিরক্ষা ও সাহায্য করছেন...!

অত:পর,

আমরা আপনাদের জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি প্রশংসা ও সম্মানের উপযুক্ত। আমরা আশা করি, তিনি আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাঁর অনুগ্রহরাজি ও নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার তাওফিক দান করবেন এবং তিনি আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য তার ফরজকৃত জিহাদকে তার সকল প্রকারসহ আদায় করা সহজ করে দিবেন। যে জিহাদ আমাদের দ্বীন, উম্মাহ ও ভূমিগুলোর জন্যে, যার প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি প্রান্ত আজ কুফরী বিশ্বের পদচারণায় ছেয়ে গেছে।

হে আমাদের বরকতময় ভাইয়েরা! হে শামের অধিবাসীগণ! আমরা মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমাদের অন্তরে আপনাদের প্রতি আল্লাহর জন্য নিখাদ ভালোবাসা রয়েছে এবং আপনাদের সফলতা ও আপনাদের জিহাদী আন্দোলনের বিজয়ে আমরা আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করি। আমরা আপনাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দেখে সীমাহীন গর্ববোধ করি এবং এ পথের বিপদ ও পরীক্ষায় আপনাদের ধৈর্য ধারণকে মূল্যায়ন করি।

তাই আমরা ঈমানী ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের হক হিসাবে কিছু অসিয়ত ও উপদেশমালার মোড়কে আপনাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও সম্প্রীতির চাদর প্রসারিত করতে চাই। হকের বিষয়ে একে অন্যকে উপদেশ দেওয়া এবং ধৈর্যের বিষয়ে একে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা নিজেদেরকে এবং আপনাদের সকলকে কিছু উপদেশ দিব:

আপনারা নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সুদৃঢ় করুন এবং অন্তরে নির্ভেজাল ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করুন! পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে এমন শক্তির পোষক তৈরী করুন, যা আপনাদেরকে যুদ্ধের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিবে। এ সময়ে এবং প্রতিটি সময়ে গায়ে জড়ানোর জন্য এটাই আপনাদের সর্বোত্তম চাদর। আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা এবং পৃথক না হওয়ার ব্যাপারে তো মৌলিকভাবে কুরআন-সুন্নাহতেই আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন মহান প্রতিপালক তার প্রজ্ঞাময় কিতাবে বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿آل عمران: ١٠٣﴾

"তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর আর বিভক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরান: ১০৩)

আপনাদের মহৎ ইলমের নিকট এটাও অস্পষ্ট নয় যে, ক্রুসেডার রাশিয়ান আক্রমণের মোকাবেলায় আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা, ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং সকলের প্রচেষ্টাগুলোকে সমন্বয় করা ব্যতিত কখনোই আপনাদের জিহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবা নয়। বিভেদের কারণে আপনাদের প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। ছোট ছোট লাঠিগুলো যখন একত্রিত হয় এবং একটি অপরটির সাথে মিলে শক্তিশালী হয়, তখন তা ভাঙ্গা যায় না। বিচ্ছেদ ও পৃথককরণ ব্যতিত কিছুতেই তাকে ভাঙ্গা যায় না।

জেনে রাখুন হে পূণ্যবানগণ! আমাদের আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হওয়া ব্যতিত কোন কিছুতেই তাগুত থেকে বাঁচার কোন আশ্রয় ও উপায় নেই এবং শত্রু থেকে মুক্তি লাভের পথ নেই। ইখলাস হল সবকিছুর মূল ও সারকথা। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনাই সবকিছুর প্রাণ ও প্রধান। এ দু' টিই সকল জিহাদি আমল সফল হওয়ার ডানা, যার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান হয় সর্বোচ্চ। এ দু' টিই এমন পিলার, যার নিকট কেউ আশ্রয় নিলে কখনো ব্যর্থ হয় না।

- *তাই আল্লাহর রজ্জু আকঁড়ে ধরার মাধ্যমে তোমার হস্তদ্বয় মজবুত কর।*
- *কারণ সবগুলো পিলার খেয়ানত করলেও এটাই থাকবে একমাত্র পিলার।*
- *যে আল্লাহকে ভয় করে, সে পরিণতিতে প্রশংসিত হয়।*
- *এটাই সকল দুর্বল-সবলের অনিষ্ট থেকে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।*
- *যে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট কিছু চেয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল, তার সাহায্যকারী তো অক্ষম, ধোঁকাবাজ।*

হে সম্মানিত ভাইয়েরা! সহকর্মীদের মাঝে বিভেদের উপকরণগুলো কমিয়ে আনার মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করা একটি বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা। তাই আপনারা ঝগড়ার কেন্দ্র ও উৎসগুলো সঠিকভাবে নির্ণয় করুন এবং তার উপকরণগুলো থেকে বেঁচে থাকুন। কোথাও মতবিরোধ বা বিতর্ক দেখা দিলে নিজেদের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ইনসাফকে কাজে লাগান।

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿هود: ٢٩﴾ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿هود: ٣٠﴾

"যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা অজ্ঞতাসুলভ কথা বলছ। হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আমাকে আল্লাহর (ধরা) থেকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?"(সূরা হুদ: ২৯-৩০)

মতবিরোধ পরিহার করার অসিয়ত ও উপদেশ আমরা দেওয়ার পূর্বে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত উম্মাহর জন্য এবং আপনাদের জন্য তাঁর কিতাবে দিয়েছেন। সকল আসমানি কিতাবেও ঝগড়া একটি গুনাহ ও গুরুতর অন্যায় হিসাবে আলোচিত হয়েছে। এর কুফল হিসাবে আসে ধ্বংস, প্রভাব এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা আর ফিরে আসে না। আপনারা কয়েক বছর পূর্বে নিজ চোখে দেখেছেন, কিভাবে আল্লাহ আপনাদের প্রতি নিজ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করেছিলেন, যখন আপনারা আল্লাহর হুকুমে আপনাদের শত্রুদেরকে কুপোকাত করছিলেন-(حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ) যে পর্যন্ত না আপনারা দুর্বল হয়ে পড়লেন, কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে নিজেদের মাঝে মতভেদ করলেন এবং যখন আল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের পছন্দের বস্তু (তথা বিজয়, প্রভূত গনিমত ও স্বাধীনতা) দেখালেন, তখন অবাধ্যতা করলেন। তখন আপনাদের অবস্থা এই বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়ালো।

তাই শামের সকল মুজাহিদগণের উপর আবশ্যকরণীয় হলো: তাওবা করা ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। আর দ্বীনের ফকীহগণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো: দুর্বলতা ও দলাদলির মূল ধাতুগুলো উপড়ে ফেলার জন্য সর্বসাধ্য চেষ্টা করা, যা মু'মিনদের প্রভাব শেষ করে দেয় এবং যার পরিণতি হল ব্যাপক অনিষ্ট ও ধ্বংসাত্মক বিপদ।

ইসলামের পক্ষে লড়াইকারী গ্রুপগুলোর প্রচেষ্টাগুলোকে সমন্বয় করা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কাছাকাছি করা, বিভেদের শিকড়গুলো উপড়ে ফেলা এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক হিকমতপূর্ণ পন্থায় সমাধান করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে হবে।

হে ফিকহ ও ইলমের অধিকারীগণ! এখনই আপনাদের কাজের সময়। এটাই আপনাদের কর্তব্য। আপনারা মানুষের মাঝে আত্মশুদ্ধি, সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের ঘোষণা দিন। তাহলে তারা তাওবা ও আত্মসংশোধনের জন্য আপনাদের নিকট আসবে। আপনাদের উম্মাহর সন্তানদের অন্তরগুলোকে ঈমানী উত্তাপে জ্বালিয়ে তুলুন, যেন তারা একনিষ্ঠ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অথবা সম্মিলিতভাবে জিহাদে বের হয়ে পড়ে। তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করুন, কিভাবে তারা তাকওয়া, ফিকহ ও ঈমানের পাথেয় নিয়ে জিহাদের পথে আল্লাহর দিকে চলতে পারে।

হে শামের ভূমির মুজাহিদগণ! আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন! এক কাতারে এসে কাফেরদের কাতারগুলোতে আক্রমণ করুন! কারণ, এখন আর একে অপরকে দোষাদোষি করা ও তাতে অব্যাহত থাকার সুযোগ নেই। শত্রু আপনাদের দরজায় প্রবেশ করে ফেলেছে। তাই আন্তর্জাতিক সংলাপ ও যারা এটাকে 'সহযোগী ও নিশ্চয়তা' বলে ভূষিত করে তাদের প্রতি ঝুঁকবেন না। আপনারা যদি তাদের আনুগত্য করেন, তাহলে-

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٥٠﴾

"তারা তোমাদেরকে পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা উল্টে গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

হবে। বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৪৯-১৫০)

তাই আপনাদেরকে দুর্বলদের নীতিতে যুদ্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক কাফের জাতিগুলোর সাথে এটাই একমাত্র সমাধান। প্রতিটি স্থানে শত্রুদের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট খুলুন। ঘন ঘন মাইন পোঁতা, ওঁৎ পাতা ও আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করুন। কারণ, এটাই সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামানোর একমাত্র পথ। শত্রুবুহ্যের পিছন দিক থেকে, তাদের রাজধানীতে ও বড় বড় ঘাঁটিগুলোতে রকেট, বুবি ফাঁদ, ইস্তেশহাদি ও আল্লাহ আপনাদেরকে যে ড্রোন বিমান দান করেছেন তার মাধ্যমে হামলা করুন! কারণ, এর মাধ্যমে শত্রুকে তাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত করে দিতে পারবেন এবং তাদের অগ্রযাত্রা আটকে রাখতে পারবেন। আপনারা অবশ্যই সুড়ং ও পরিখা তৈরী করুন। আকাশবোমার কবলে পড়তে প্রকাশ্যে ও উন্মুক্ত স্থানে আসবেন না। আল্লাহর সাহায্যে মানব উপাদান হল মুজাহিদগণের সবচেয়ে বড় পুঁজি ও শক্তির উৎস।

হে আল্লাহ! আমরা নিজেদের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য আপনার নিকট ফিরে আসা এবং আপনার হককে অন্য সকল হকের উপর প্রাধান্য দেওয়ার উপদেশ পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা আপনার দিকে মনোযোগী হওয়া ও সকল দোষাদোষী এড়িয়ে যাওয়ার প্রতি আহ্বান করেছি ও এখনো অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে কতক এমন আছেন, যারা আপনার সন্তুষ্টি ও পরকালের উত্তম পুরস্কার চায়। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে শক্তিশালী করুন, তাদের তীরগুলো লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে দিন, তাদেরকে সুদৃঢ় করুন এবং তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে এক বেদনার বদলে আরেক বেদনা দিন, যাতে তারা যা হারিয়েছে ও যার সম্মুখীন হয়েছে তার জন্য দু:খিত না হয়। আর তাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান করুন! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।